Study Material for Semester- Vi
Paper – International Relation after 2nd World War
Given By- Suvendu Saha, (Assistant Prof) Dept. of Historty,

Bidhan Chandra College, Asansol

তৃতীয় বিশ্বের বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উপনিবেশবাদের অবসান পৃথিবীর ইতিহাসে এক নাটকীয় পরিবর্তন এনেছিল। এর সূত্র ধরে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্ব বা ' Third World' একটি আকর্ষণীয় অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ষাটের দশক থেকে 'তৃতীয় বিশ্ব' নামে এই নতুন ধারনার উদ্ভব হয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশের আলজেরিয়ার লেখক ফ্র্যানজ ফ্যাননকে (Frantz Fanon) 'তৃতীয় বিশ্ব' এর ধারনার উদ্ভাবক বলে মনে করা হয়। তাঁর মতে সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দুনিয়ার মধ্যে অবস্থিত এশিয়া, আফ্রিকা, ও লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত দেশগুলিকে নিয়ে এই 'তৃতীয় বিশ্ব' গঠিত। তৃতীয় বিশ্বের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি হল –

প্রথমত – তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত দেশগুলি কোন একটি মহাদেশ বা পৃথিবীর কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবস্থিত নয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এর পরিধি ব্যাপ্ত। এশিয়ার চীন ও জাপানকে তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত করা যায়না।

দ্বিতীয়ত – তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি কোনো না কনো সময়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গুলির উপনিবেশ বা আধা উপনিবেশভুক্ত ছিল। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই দেশগুলিকে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছিল। তাই এই দেশগুলি সব রকমের শোষণ, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের তীব্র বিরোধী ছিল।

তৃতীয়ত – তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশগুলির উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির লোভ লালসা আজও রয়েছে। তারা সাম্রাজ্যবাদকে নতুন মোড়কে বিশেষকরে বিশ্বায়নের নামে এই দেশগুলোর উপর প্রয়োগকরে তাদের শোষণকে অব্যাহত রাখতে সমানভাবে আগ্রহী।

চতুর্থত – অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি অনেক পিছিয়ে। সাম্রাজ্যবাদী শাসন এবং শোষণ তাদের অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান কারন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সমস্যা প্রায় একই

ধরনের। তারা আধুনিক শিল্প, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে এখনও অন্যের উপর বিশেষ করে উন্নত দেশগুলির উপর নির্ভরশীল। উন্নত দেশগুলির সাহায্য ছাড়া তাদের এগিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। আন্তর্জাতিক ব্যবসা বানিজ্যের ক্ষেত্রেও তারা উন্নত দেশগুলির বিভিন্ন বাধা নিষেধের নিয়ন্ত্রণাধীন।

পঞ্চমত – তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে কোনো রাজনৈতিক মতবাদ নেই। তৃতীয় বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্র দেখা যায়। ধর্ম ভিত্তিক, ধর্ম নিরপেক্ষ, সমাজতন্ত্রী, সংসদীয়, গণতান্ত্রিক এবং সামরিক রাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্বে রয়েছে। তাই কোন নির্দিষ্ট মতবাদ দ্বারা তৃতীয় বিশ্ব কে চিহ্নিত করা যায়না। উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে যেমন রাজনৈতিক মতবাদ আছে তেমন তৃতীয় বিশ্বে তেমন নেই। প্রথম বিশ্বে গণতন্ত্র, দ্বিতীয় বিশ্বে সমাজতন্ত্র মতবাদ কার্যকর। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বে সে ধরনের কোন রাজনৈতিক মতবাদের প্রাধান্য নেই।

ষষ্ঠত – তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের জনপ্রশাসন অত্যন্ত হতাশাজনক। শাসকদের দক্ষতার অভাব, ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার দিকে তাদের লক্ষ্য প্রশাসনকে গতিশীল না করে মন্থর করে দিয়েছে। প্রশাসনিক শিথিলতা, স্বেচ্ছাচারিতা, ধনী বণিকদের শোষণ তৃতীয় দুনিয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সততা, ন্যায়বোধের অভাব তৃতীয় বিশ্বের সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

সপ্তমত – তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অধিকাংশেরই অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। অথচ কৃষির উন্নয়নের জন্য ব্যপকভাবে প্রযুক্তির বিকাশ তৃতীয় বিশ্বে হয়নি। স্বাভাবিকভাবে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি। খাদ্য সংকট থেকে মুক্তি পায়নি তারা। বৈদেশিক বাণিজ্যও কৃষিজাত পণ্যের উপর নির্ভরশীল হওয়াতে বানিজ্য থেকে আয়ও বাড়েনি। তাই স্বাভাবিক কারনে তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলির আর্থিক সংকট চিরসঙ্গী। তাদের জীবন যাত্রার মান অত্যন্ত নিম্নগামী। আবাসন, জনস্বাস্থ্য, ও শিক্ষা সকল দিক দিয়ে তারা উন্নত রাষ্ট্রের থেকে অনেক পিছিয়ে। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, সামাজিক উন্নয়নকে বাধা প্রাপ্ত করেছে। সার্বিক শিক্ষার প্রসার হয়নি।

অষ্টমত – তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো এক ধরনের না হলেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা হলেও অভিন্নতা আছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি যেমন পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে জোট-নিরপেক্ষতা আন্দোলনের শরিক। তারা স্বাধীন হওয়ার পর মার্কিন বা সোভিয়েত শিবিরে যোগদান করেনি। তারা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে অর্থবহ করে তুলেছে।

নবমত – তৃতীয় দুনিয়ার অধিকাংশ কালো মানুষেরা দীর্ঘদিন সাদা চামরার মানুষের শাসনে ছিল। তাই তাদের মধ্যে পশ্চিমী দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা ছিল মজ্জাগত। তারা জে কোন মুল্যে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।

দশমত – তৃতীয় দুনিয়ার মানুষদের কাছে অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল তীব্র। দরিদ্রতা, শিল্পায়ন, বিজ্ঞান – কারিগরি বিদ্যার উন্নতি হয়েছে, তবে তা অসম ভাবে হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশ উন্নতি করেছে যেমন – তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, আর্জেন্টিনা, সিঙ্গাপুর, ব্রাজিল, ভারত প্রমুখ দেশ। কিন্তু এদের তুলনায় বাংলাদেশ, কলম্বিয়া, নেপাল, ইথিওপিয়া অনেক পিছিয়ে। তাই তৃতীয় বিশ্বের আরেকটি বৈশিষ্ট হল অর্থনৈতিক বিকাশের অসাম্যতা। তৃতীয় বিশ্বের সবদেশই এই দরিদ্রতা, অশিক্ষা, সামাজিক পশ্চাদপদতাকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। সে জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে 'উন্নয়নশীল দেশ' বলা হয়।

একাদশত – তৃতীয় বিশ্বের আরেকটি বৈশিষ্ট হল মেধা চালান বা 'Brain Drain' । তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি তাদের রাজস্বকে লগ্নী করে যে মেধাবী ছাত্রকে তৈরি করছে তাদের সেবা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। উন্নত রাষ্ট্রগুলি তৃতীয় বিশ্বের মেধাবী ছাত্রদের নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়ে তাদের সেবায় নিজেদের আরও উন্নত করছে। মেধা চলে যাওয়াতে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ইঞ্জিনিয়ার, প্রজুক্তিবিদ, ও বিজ্ঞানির অভাব দেখা দিয়েছে।